কবি নরেশ গুহ বিষয়ে কয়েকটি টুকরো কথা

জ্যোতির্ময় দত্ত

যা কিছুই কোমল, আকর্ষণীয়, সুন্দর — যেমন প্রজাপতির পাখা কিংবা ফুলের পরাগ তা অনিত্য, ক্ষীণায়ু, স্পর্শমাত্র ঝরে যায়। কঠিন শাসনে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্য। তুলনায় আথেনিয়ান সভ্যতা ছিল অতি ক্ষণিক। উত্তর ভারতের দীর্ঘস্থায়ী গো-গোবর-হিন্দি-হিন্দুস্তানি অচলায়তনের তুলনায় কী অচির আধুনিক বাংলা কবিতা! এত সূক্ষতা, অনুভূতি, রুচি, দুরূহতা, দূরত্ব, কূটতা, দুঃসাহস — ব্রাহ্মণ্যবাদ পিষ্ট সমতল ভারতে একটি আকস্মিক ব্যতিক্রম। 'গীতাঞ্জলি' থেকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'সংবর্ত' হয়ে 'যে-আঁধার আলোর অধিক' — কালগত ব্যবধান একশো বছরও নয়। কিন্তু এরই মধ্যে মানব চেতনার একটি লাইট হাউসের পুরো আবর্তন, মানবের একটি অনন্য সভ্যতার উদয় ও অবসান। আজকের কিশোরেরা যে মিশেল ভাষায় কথা বলেন — এবং যে উগ্র বস্তুবাদ ও সেলিব্রিটি-উপাসনা তাতে প্রকাশ পায় তা ওই বাংলা সভ্যতার অপরাহ্নে অপরিচিত ছিল। তখন রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-এর পশ্চিম থেকে পূর্বপ্রান্তে হাঁটা পথের মধ্যে অল্পকালের জন্য বিকশিত হয়েছিল এমন এক সভ্যতা যা খাদ্যে, গৃহসজ্জায়, আচারে, ভদ্রতায়, ভাষায়, উচ্চারণে একাধারে রাবীন্দ্রিক ও আধুনিক, এই সভ্যতার প্রতিমূর্তি ছিলেন নরেশ গুহ। তাঁর ৫ নং সত্যেন দত্ত রোড-এর দোতলার ফ্ল্যাটটি ছিল পঞ্চাশের দশকে এই কালচারের প্রায় এক প্রদর্শশালা। বসার ঘরটি শান্তিনিকেতন ও কবিতাভবনের এক মিশ্রণ। বসার আসন আরামদায়ক, কিন্তু চারপাইটি শ্রীনিকেতনি চাদরে আবৃত। উত্তরের ঝুলন্ত বারান্দায় নরেশ গুহের ক্যাকটাস সংগ্রহের বাগান — যেটা বুদ্ধদেব বসু প্রভাবিত নয়, একান্তই তাঁর নিজস্ব। হলেও হয়ত রবি ঠাকুরের একটু ছোঁয়া থাকতেও পারে। হাতের লেখা এবং বাচনভঙ্গি বৈষ্ণব-বৌদ্ধ-রাবীন্দ্রিক পদ্ধতির বিশুদ্ধ নির্যাস! নরেশদা-র গড়ানো, 'ইটালিক' হাতের লেখা বুদ্ধদেব বসু-র রবীন্দ্র-অনুকারী হস্তাক্ষরকে সৌষ্ঠবে ছাড়িয়ে যায়। তাঁর কবিতা পড়া স্মরণ করিয়ে দিত সে যুগের লং-প্লেয়িং রেকর্ডে টি এস এলিয়ট-এর 'ফোর কোয়ার্টেট্স' কিংবা 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল' আবৃত্তির সংযত রীতি। তাতে আধুনিক ইওরোপীয় কবিতা পাঠের রেশ ছিল, — কিন্তু অনুকরণ একেবারেই নয়। কোনও অ্যাকসেন্ট, কিংবা শ্বাসাঘাত-স্বরাঘাত, উত্থান-পতন বিরহিত। বিষ্ণু দে কিংবা বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পড়া যেমন শিশির ভাদুড়ী কিংবা শম্ভু মিত্র থেকে আলাদা। নরেশদার বৈঠকী আলাপও ছিল সমতল, সাহিত্যিক, রুচির, ইংরেজি শব্দ-বর্জিত। তাঁর চায়ের সরঞ্জাম না-জাপানি, না-ইংরেজ। পঞ্চাশের দশকে 'গোয়ালিয়র' ধাঁচের ভারী, পুরু, রঙিন পেয়ালা ও শর্করা-দুগ্ধের কোষাকুষি। সকল বিষয়ে — সবাই বলত তিনি বুদ্ধদেব বসুর অনুকারী, কিন্তু আসলে প্রত্যেকটিতে তিনি ছিলেন অলক্ষিত ভাবে স্বতন্ত্র। যেমন বু. ব. কখনও লক্ষ্যই করতেন না চায়ের বাসন, — সেটা প্রতিভা

বসু-র প্রদেশ, তেমন বসনেও ছিল প্রভেদ। নরেশদা প্রথম যৌবনে পরতেন খদ্দর। কিছুকাল নিজের হাতে সুতো কাটতেন — যে গান্ধীভক্তি জীবনের অন্য অনেক বিভাগেও তাঁকে বুদ্ধদেব বসু থেকে স্বতন্ত্র রেখেছিল। বু. ব.-র কবিতায় নির্দেশ আছে, পুতুল, ক্যাকটাস, টব, পট, গৃহশয্যার যাবতীয় উপকরণ সরিয়ে দিয়ে গভীর নির্বেদে ডুবে যাওয়ায়। নরেশ গুহ বিপরীত। তিনি ক্যাকটাস, কুকুর, প্রকৃতি, লেকে প্রাতঃভ্রমণ সবেতেই ছিলেন অবৌদ্ধ। সর্বোপরি, তিনি সিগারেট নয়, পাইপ খেতেন। সেই তাম্রকূটসেবী যুগে, এর চেয়ে বড় ব্যবধান আর কী হতে পারে? কিন্তু শুধু কি মেপোল-সিগারেট ও ব্রায়ার পাইপ? বু. ব. ছিলেন একান্ত ও অবিচল সাহিত্যবাদী। গান্ধী, চরকা, ক্যাকটাস, বাঁকুড়ার ঘোড়া থেকে শুরু করে বেগনভিলিয়া কী কোয়েল কী মৌটুসি — সবই ছিল তাঁর কাছে অলীক। শুধু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যই তৎ, সৎ, অদ্বিতীয়। আর নরেশদা ভালবাসতেন জীবনের সব টুকিটাকি। পরিবর্তিত করতেন তাদের শিল্পসাহিত্যের রুচির কিমিয়ায়। এরকম একটি বিদগ্ধ, সুন্দর, কার্টিজি ও এটিকেটে চর্চিত মানুষ চলে গেলেন — কলকাতায় আর সভ্যতা বলতে কী রইল? কলকাতাকে ভালবাসার কবি নরেশদা।

''কলকাতাতে বেঁচে আছি এই মহাপুণ্যবলে, এখনো গলির মোড়ে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় গ্যাস জ্বলে, ভোরে কলে জল আসে, পাশের বাড়ির দ্বিতল রেলিঙে ঝোলে সদ্যস্নাত জাফরানি শাড়ির আঁচলের প্রান্তভাগ। কী আশ্চর্য প্রহরে প্রহরে পাড়ার বস্তির কোণে রাত্রি ছিঁড়ে দস্যুতার স্বরে কুঁকড়োর ঘোষণা ওঠে।"

নরেশ গুহ-র মৃদু, শান্ত, স্নিগ্ধ, বিদগ্ধ স্বর আর শোনা যাবে না? কলকাতার জাদু হঠাৎ হ্রাস হয়ে গেল।

শুভাশিস চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত এই রচনাটি 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে পুনর্মুদ্রিত হল।

জ্যোতির্ময় দত্ত : প্রাবন্ধিক, কবি ও সাংবাদিক।